ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

" চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়"
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কার্যকর ও টেকসই চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (চিহ্নিত ও পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, পরিবহণ, পরিশোধন এবং অপসারণ) ঘাটতির কারণে পরিবেশগত প্রভাব এবং সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শয্যা প্রতি দৈনিক গড়ে উৎপন্ন চিকিৎসা বর্জ্যের পরিমাণের হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৭)। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি মাসে প্রায় ৭ হাজার ৪৪০ টন চিকিৎসা বর্জ্যে উৎপন্ন হয়; যার অধিকাংশই সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত নয় (ব্র্যাক, ২০২০)। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১.৬-এ নগরসমূহে সকল ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং উৎপন্ন বর্জ্যের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, অভীষ্ট ৩, ৬, ৮, ১২ ও ১৩ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তরান্বিত করতে টেকসই চিকিৎসা বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮) হাসপাতালে দৈনিক উৎপাদিত চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণসহ তা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের জন্য প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে একটি পরিকল্পিত চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাকে সর্বপ্রথম একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং পরবর্তী সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের পূর্বে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পরিশোধন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও সর্বশেষ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টিকারী চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার উল্লেখ রয়েছে। ইতোপূর্বে টিআইবি'র একটি গবেষণায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত হয়। পাশাপাশি চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যস্থাপনার বিদ্যমান কাঠামো ও এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতে টিআইবি'র ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধি পর্যালোচনা এবং তা প্রতিপালনে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, কারণ ও মাত্রা চিহ্নিত করা, এবং গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে অধিকতর সুশাসনের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির (গুণগত ও পরিমাণগত) গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের জন্য এ বিষয়ে অভিজ্ঞ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বর্তমান ও সাবেক কর্মীসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিকট হতে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, জরিপ ও পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী ও গণমাধ্যমকর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এবং এসব প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বর্জ্যকর্মীদের সাথে জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নির্দেশিকা, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, রেকর্ড বুক, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ইত্যাদি। পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আধেয় বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

গবেষণাটির সময়কাল ছিলো জুন ২০২১ - নভেম্বর ২০২২।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা: তথ্যের নির্ভরশীলতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার নিশ্চিতে সকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

গবেষণায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালাসমূহের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইনের মধ্যে ছিল- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮; স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯; পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭। এছাড়া, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামো, জনবল ব্যবস্থাপনা, বাজেট, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীদের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা, পরিবেশগত সুরক্ষা, তথ্য প্রকাশ, তদারকি এবং নিরীক্ষা, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, অংশীজন সম্পৃক্ততা, সমন্বয়, সংশিষ্ট কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিবিধ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

এ গবেষণায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনের কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, গাইডলাইন এবং সম্পূরক বিধি ও নির্দেশিকা কার্যকরভাবে প্রয়োগ ও প্রতিপালনে ব্যর্থতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বিধিমালাটি কার্যকর হবার ১৪ বছরেও "কর্তৃপক্ষ" গঠন না হওয়ায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানসহ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হয়নি। অন্যতম অংশীজন হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতাল ও সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিদ্যমান আইনী কাঠামো সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয়। এছাড়া, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে, যেমন সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনঅংশগ্রহণ এবং কার্যকর সমন্বয়ে ঘাটতি রয়েছে। একদিকে অধিকাংশ হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ বর্জ্যের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নেই, অন্যদিকে হাসপাতাল ও বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত,বাজেট, আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল এবং পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতে ঘাটতির কারণে এই ক্ষেত্রটির ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা লক্ষনীয়। এককভাবে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান না থাকার ফলে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। একদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও ঠিকাদারের একাংশের যোগসাজশে বর্জ্য নষ্ট/ধ্বংস না করে বিক্রি করে দেওয়ার ফলে সংক্রমণ ও পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে; তেমনি, বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির ফলে এই ক্ষেত্রটিতে অনিয়ম-দুর্নীতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, এই ক্ষেত্রটির ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বে অবহেলা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির কারণে এই ক্ষেত্রটিতে অব্যবস্থাপনা বিরাজমান। সর্বোপরি, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই ক্ষেত্রটিকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ১১টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সুপারিশসমূহ হল- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়, তদারকি ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে "কর্তৃপক্ষ" গঠন করতে হবে এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে; আর্ন্তজাতিক মানদণ্ড অনুসরণ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করতে হবে; পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় সুস্পস্টভাবে চিকিৎসা বর্জ্যকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে; চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে; চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধির জন্য এই ক্ষেত্রটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে; চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে; পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের জন্য কেন্দ্রীয় ইনসিনেরেটর এবং প্রতিটি হাসপাতালে ইটিপি স্থাপন করতে হবে এবং দক্ষ জনবল দ্বারা চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ করতে হবে; চিকিৎসা বর্জ্যের ঝুঁকি সম্পর্কে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে; সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদাভাবে জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে হবে; চিকিৎসা বর্জ্যকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যগত বীমা সুবিধা প্রদান করতে হবে; কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ

তৈরি করে উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করতে হবে; এবং পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নযোগ্য চিকিৎসা বর্জ্যের অবৈধ ব্যবসা বন্ধে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

***